দৈনিক সংবাদ

তারিখ 11 MAY 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 2

২৭শে বৈশাখ ১৩৯৪

গোসাইরহাট উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত

মাদারীপুর, ৯ই মে (সংবাদদাতা)।--প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষা উপকরণের অভাব, বই-পুস্তক-কাগজের অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধি, বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্রের অভাব, অধিকাংশ বিদ্যালয় গৃহের জরাজীর্ণ অবস্থা এবং সর্বোপরি অপ্রতুল সরকারী মঞ্জুরির দরুন গোসাইরহাট উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় সংস্কার ও উন্নয়নের কাজে দীর্ঘদিন হাত দেয়া হয়নি। ফলে উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমস্যা বেড়েই চলেছে।

প্রায় ১ লাখ জনসংখ্যা অধ্যুষিত গোসাইরহাট উপজেলায় মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫১টি। এর মধ্যে ৪৩টি সরকারী এবং ৮টি বেসরকারী।

৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মধ্যে অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা শোচনীয়। কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন ছাড়া অধিকাংশ বিদ্যালয় ভবন কাঁচা এবং দীর্ঘকাল উন্নয়ন ও সংস্কারের অভাবে বিদ্যালয়গুলোর বর্তমানে জরাজীর্ণ দশা। কিছুসংখ্যক বিদ্যালয়ে ছাউনি নেই, বেড়া নেই। ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে খোলা আকাশের নীচে ক্লাস করতে হচ্ছে। গত কয়েক বছরের ঝড়ে ও বন্যায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বিদ্যালয় ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত এ সকল বিদ্যালয় ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার আজ পর্যন্ত হয়নি। বর্ষা মৌসুমে কোন কোন বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদেরকে আকাশে মেঘ দেখলেই ছুটি দিতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের ক্লাস বসে গাছতলায় কিংবা পার্শ্ববর্তী কোন বাড়ীঘরে।

অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চেয়ার-টেবিল, বেঞ্চ ও ব্লাকবোর্ডের অভাব রয়েছে। বেঞ্চের অভাবে অনেক বিদ্যালয়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র-ছাত্রীদের দাঁড়িয়ে বা মেঝেতে বসে ক্লাস করতে হচ্ছে। এছাড়া চেয়ার-টেবিল না থাকায় অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে দাঁড়িয়ে ক্লাস নিতে দেখা যায়।

উপজেলার ৫১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রায় সকল বিদ্যালয়েই প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের অভাব রয়েছে। এ সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনের তুলনায় বর্তমানে এক-তৃতীয়াংশ শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে খাবার পানির তীব্র সংকট রয়েছে। কিছু সংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাড়া অনেক বিদ্যালয়েই নলকূপ নেই। আর অনেক বিদ্যালয়ে নলকূপ থাকলেও সেগুলো মেরামত না করায় অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। এছাড়া অধিকাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পায়খানা প্রস্রাবখানার সুব্যবস্থা নেই এবং খেলাধুলার কোন সরঞ্জাম নেই বললেই চলে।

এদিকে বেসরকারী ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় সব-ক'টি সরকারীকরণের উপযুক্ত হলেও এখন পর্যন্ত সেগুলো সরকারী করা হয়নি।